

কালিমাতুল্লাহ্

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৫

(১)এরপর ইহুদিদের আরেকটি ইদের সময় হলো এবং হযরত ইসা আ. জেরুসালেমে গেলেন। (২)জেরুসালেমের মেঘ-দরজার কাছে একটি পুকুর ছিলো। (৩)হিব্রু ভাষায় এর নাম হলো বেথেসদা। এর পাঁচটি ঘাট ছিলো। সেখানে অনেক অন্ধ, নুলা, খোড়া ও অবশরোগী পড়ে থাকতো। (৫,৬)এমন একজন লোক সেখানে ছিলো, যে আটত্রিশ বছর ধরে অসুস্থ। যখন হযরত ইসা আ. তাকে সেখানে শুয়ে থাকতে দেখলেন এবং জানলেন যে, সে দীর্ঘদিন ধরে সেখানে আছে, তখন তিনি তাকে বললেন, “তুমি কি সুস্থ হতে চাও?” (৭)অসুস্থ লোকটি তাঁকে উত্তর দিলো, “হুজুর, আমার এমন কেউ নেই যে, পানি কেঁপে উঠলে সে আমাকে পুকুরে নামিয়ে দেবে; আর তাই আমি যেতে না যেতেই অন্য কেউ আমার আগে নেমে পড়ে।” (৮)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটো।” (৯)তখনই লোকটি সুস্থ হলো এবং তার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগলো।

(১০)সেই দিনটি ছিলো সাব্বাত। তাই যে-লোকটিকে সুস্থ করা হয়েছিলো, ইহুদিরা তাকে বললো, “আজ সাব্বাত, তোমার বিছানা বয়ে নেয়া শরিয়ত-সম্মত নয়।” (১১)কিন্তু সে তাদের উত্তর দিলো, “যিনি আমাকে সুস্থ করেছেন তিনিই আমাকে বলেছেন, ‘তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটো।’ ” (১২)তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, “কে সেই লোক যে তোমাকে বলেছে, ‘এটি ওঠাও এবং হাঁটো?’” (১৩)কিন্তু যে সুস্থ হয়েছিলো সে জানতো না তিনি কে, কারণ সেখানে অনেক মানুষের ভিড় থাকায় হযরত ইসা আ. চলে গিয়েছিলেন।

(১৪)পরে হযরত ইসা আ. তাকে বায়তুল-মোকাদসে পেয়ে বললেন, “দেখো, তুমি সুস্থ হয়েছো! আর গুনাহ করো না, যেনো আরো খারাপ কিছু তোমার না হয়।” (১৫)তখন লোকটি চলে গেলো এবং ইহুদিদের কাছে গিয়ে বললো যে, হযরত ইসা আ. তাকে সুস্থ করেছেন।

(১৬)আর তাই ইহুদিরা হযরত ইসা আ.র ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো, কারণ তিনি সাব্বাতে এসব কাজ করছিলেন। (১৭)কিন্তু হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, “আমার প্রতিপালক এখনো কাজ করছেন এবং আমিও কাজ করছি।” (১৮)সুতরাং ইহুদিরা তাঁকে মেরে ফেলার জন্য আরো চেষ্টা করতে লাগলো, কারণ তিনি শুধু সাব্বাত ভঙ্গ করছিলেন না কিন্তু আল্লাহকে তিনি নিজের প্রতিপালক বলছিলেন এবং এভাবে নিজেকে আল্লাহর সমান করে তুলছিলেন।

(১৯)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, একান্ত প্রিয় মনোনীতজন নিজ থেকে কিছুই করতে পারেন না কিন্তু প্রতিপালককে যা করতে দেখেন, প্রতিপালক যা করেন, তা-ই করেন।

(২০)প্রতিপালক একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে মহব্বত করেন এবং তিনি যা করেন তা তাঁকে দেখান; এবং এর থেকেও মহৎ কাজ তাঁকে দেখাবেন, যেনো তোমরা অবাক হও।

(২১)প্রতিপালক যেমন মৃতদের ওঠান ও জীবন দেন, তেমনি একান্ত প্রিয় মনোনীতজনও যাকে ইচ্ছা করেন তাকে জীবন দেন। (২২)প্রতিপালক কারো বিচার করেন না কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে দিয়েছেন, (২৩)যেনো সবাই যেভাবে প্রতিপালককে সম্মান করে, সেভাবে একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকেও সম্মান করতে পারে। যে কেউ তাঁকে সম্মান করে না, সে সেই প্রতিপালককেও সম্মান করে না, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন।

(২৪)আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, যে কেউ আমার কথা শোনে এবং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ওপর ইমান আনে, তার জন্য রয়েছে বেহেস্তি জীবন এবং সে বিচারের অধীন হয় না, বরং জাহান্নামের আযাব থেকে বেহেস্তে পার হয়ে গেছে। (২৫)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সময় আসছে এবং এখনই এসে গেছে, যখন মৃতেরা আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনের আওয়াজ শুনবে এবং যারা শুনবে তারা বাঁচবে। (২৬)কারণ যেভাবে প্রতিপালকের নিজের মধ্যে জীবন আছে, তেমনি তিনি একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকেও নিজের মধ্যে জীবন রাখতে দিয়েছেন। (২৭)তিনি তাঁকে বিচার করার অধিকার দিয়েছেন, কারণ তিনিই ইবনুল-ইনসান। (২৮)এতে আশ্চর্য হয়ো না; কারণ সময় আসছে, যখন যারা কবরে আছে তারা সবাই তাঁর আওয়াজ শুনবে (২৯)এবং উঠে আসবে- যারা ভালো কাজ করেছে তারা উঠবে বেহেস্তে যাবার জন্য আর যারা মন্দ কাজ করেছে তারা উঠবে দোযখে যাবার জন্য।

(৩০)আমি নিজ থেকে কিছু করতে পারি না। আমি যেমন শুনি, তেমনি বিচার করি এবং আমার বিচার ন্যায়; কারণ আমি নিজের ইচ্ছা পূরণ করি না বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছাই পূরণ করি। (৩১)যদি আমি নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দেই তাহলে আমার সাক্ষ্য সত্য নয়। (৩২)আরেকজন আছেন, যিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং আমি জানি, আমার বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য সত্য।

(৩৩)তোমরা হযরত ইয়াহিয়া আ.র কাছে লোক পাঠিয়েছো এবং তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

(৩৪)আমি মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করি না কিন্তু আমি বলছি, যেনো তোমরা নাজাত পাও। (৩৫)তিনি আলো দানকারী জ্বলন্ত বাতি ছিলেন এবং তোমরা কিছুদিন তার আলোতে আনন্দ করতে ইচ্ছুক ছিলে।

(৩৬)কিন্তু হযরত ইয়াহিয়া আ. থেকেও মহৎ সাক্ষ্য আমার আছে। প্রতিপালক আমাকে যেসব কাজ সম্পূর্ণ করতে পাঠিয়েছেন, আমি সেসব কাজ করছি আর এগুলো আমার পক্ষে এই সাক্ষ্য দেয় যে, প্রতিপালক আমাকে পাঠিয়েছেন।

(৩৭)এবং যে-প্রতিপালক আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তোমরা কখনো তাঁর রব শোনোনি বা তাঁর আকার দেখোনি (৩৮)এবং তাঁর কালাম তোমাদের অন্তরে থাকে না; কারণ তিনি যাঁকে পাঠিয়েছেন, তোমরা তাঁর ওপর ইমান আনোনি।

(৩৯)তোমরা পূর্বের কিতাবে খোঁজ করে থাকো, কারণ তোমরা মনে করো যে, সেখানে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের কথা আছে (৪০)এবং তা আমার বিষয়েই সাক্ষ্য দেয়। তবুও তোমরা জীবন পাবার জন্য আমার কাছে আসতে অস্বীকার করো। (৪১)আমি মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা গ্রহণ করি না। (৪২)আমি জানি যে, তোমাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত নেই। (৪৩)আমি আমার প্রতিপালকের নামে এসেছি এবং তোমরা আমাকে গ্রহণ করছো না; কিন্তু যদি কেউ নিজের নামে আসে, তাহলে তোমরা তাকে গ্রহণ করবে। (৪৪)তোমরা যখন একে অন্যের কাছ থেকে প্রশংসা নিয়ে থাকো এবং একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে যে-প্রশংসা আসে তার খোঁজ করো না, তখন তোমরা কীভাবে ইমান আনতে পারো?

(৪৫)মনে করো না যে, প্রতিপালকের কাছে আমি তোমাদের দোষারোপ করবো। হযরত মুসা আ. তোমাদের দোষারোপ করেন, যার ওপরে তোমরা আশা রাখছো। (৪৬)তোমরা যদি মুসার ওপর ইমান আনতে, তাহলে আমার ওপরও ইমান আনতে, কারণ তিনি আমার বিষয়েই লিখেছেন। (৪৭)কিন্তু তার লেখায় যদি তোমরা ইমান না আনো, তাহলে আমার কথায় কীভাবে ইমান আনবে?”